

পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে সরকারের সার্বিক আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মুদ্রানীতি মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা। কার্যকর মুদ্রা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক বাজার গড়ে তোলা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পূর্বশর্ত। অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের (internal and external prices) সমন্বয় সাধনপূর্বক মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সুদের হার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করা মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূল্য স্থিতিশীল রাখা, অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতে অর্থ যোগান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি পরিচালিত হয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক বছরগুলোর মত চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতেও দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির স্বার্থে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানের পর্যাপ্ততাকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং কৃষি খাতের বন্যাজনিত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে কৃষি ঋণের যোগানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। পূর্ববর্তী বছরগুলোর সংকুলানমুখী (accommodative) মুদ্রানীতির কারণে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগান এবং আমদানি চাহিদার জোরালো প্রবৃদ্ধি ঘটে। এ প্রবৃদ্ধি সংযত করে মূল্যস্ফীতির চাপ পরিমিত রাখার জন্য অর্থবছরের মাঝামাঝি থেকে মুদ্রানীতিতে সতর্ক ও সংযত পন্থা অবলম্বন করা হয়। ঋণ যোগানের স্ফীতি পরিমিত রাখতে মুদ্রানীতির বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টস্ যথা- রেপো, রিভার্স রেপো এবং ট্রেজারি বিল/বন্ড নিলামে সুদের হার বৃদ্ধি, এবং এর পাশাপাশি মার্চ ২০০৫ থেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে অবশ্য রক্ষণীয় নগদ জমার মাত্রা (Cash Reserve Requirement-CRR) তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

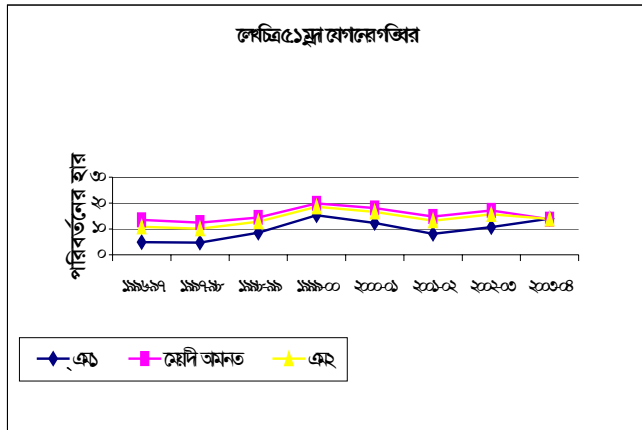
২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে দেশের অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিতে কিছুটা সম্প্রসারণমূলক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথম নয় মাস (জুলাই'০৪-মার্চ'০৫) ব্যাপক মুদ্রার (M_2) যোগান ১১৪১৫.১০ কোটি টাকা বা ৮.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের অনুরূপ সময়ে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৮৩১২.৯০ কোটি টাকা বা ৭.২৯ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একই সময়ে প্রচলনে থাকা নোট/মুদ্রা যোগানে ১১.৩২ শতাংশ ও মেয়াদি আমানতে ৯.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সংগে তলবি আমানতে ২.০৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সমন্বয়ে ব্যাপক মুদ্রার সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৮০ শতাংশে (সারণি-৫.১)। অভ্যন্তরীণ ঋণের খাত ভিত্তিক বিভাজন হতে দেখা যায় যে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ (নীট) এর পরিমাণ ৩৭১.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১.৬৯ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ ১১৯২৪.৬০ কোটি টাকা বা ১২.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৯.২৭ শতাংশ। নিম্নের সারণি ৫.১ এবং লেখচিত্র ৫.১ ও লেখচিত্র ৫.২-এ মুদ্রা ও ঋণ যোগানের উপাদানগুলোর গতিধারা ও বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫.১ মুদ্রা ও ঋণ যোগানের গতিধারা

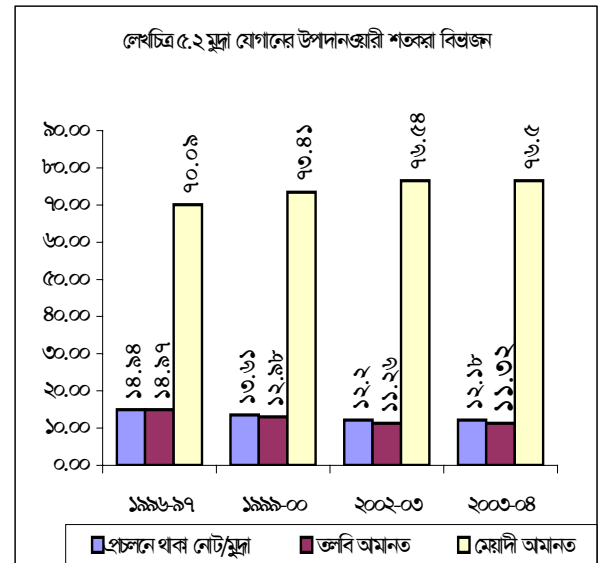
(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ২০০৪	মার্চ ২০০৫	পরিবর্তন			
			জুলাই ০৪-মার্চ '০৫	জুলাই ০৩-মার্চ '০৪	এপ্রিল'০৪-মার্চ '০৫	এপ্রিল'০৩-মার্চ '০৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) (ক+খ+গ)	১২৯৭৭৩.৮০	১৪১১৮৮.৯০	+১১৪১৫.১০ (+৮.৮০)	+৮৩১২.৯০ (+৭.২৯)	+১৮৮৮১.৫০ (+১৫.৪৪)	+১৫৬৬৯.১০ (+১৪.৬৯)
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	১৫৮১১.০০	১৭৬০০.৩০	+১৭৮৯.৩০ (+১১.৩২)	+১৪০১.৬০ (+১০.০৮)	+২২৯৬.৯০ (+১৫.০১)	+১৫৫৬.৮০ (+১১.৩২)
খ) তলবি আমানত ^১	১৪৬৮৯.১০	১৪৯৮৭.২০	+২৯৮.১০ (+২.০৩)	-৬৫.৪০ (-০.৫১)	+২২১১.০০ (+১৭.৩১)	+১৮৪৭.০০ (+১৬.৯০)
গ) মেয়াদী আমানত	৯৯২৭৩.৭০	১০৮৬০১.৪০	+৯৩২৭.৭০ (+৯.৪০)	+৬৯৭৬.৭০ (+৮.০০)	+১৪৩৭৩.৬০ (+১৫.২৫)	+১২২৬৫.৩০ (+১৪.৯৬)
১। ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক	১২৯৭৭৩.৮০	১৪১১৮৮.৯০	+১১৪১৫.১০ (+৮.৮০)	+৮৩৬২.৯০ (+৭.৩৪)	+১৮৮৩১.৫০ (+১৫.৩৯)	+১৫৭১৯.১০ (+১৪.৭৪)
উপাদানসমূহ (ক+খ)						
ক) নীট বৈদেশিক চুক্তিভূতপ	১৬৩৩০.৩০	১৯৪৭৭.৬০	+৩৮৪৭.৩০ (+১৯.২৭)	+১৬২৭.০০ (+১১.৫৪)	+৩৭৫৬.৬০ (+২৩.৯০)	+৪৯৮২.৪০ (+৪৬.৪০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ চুক্তিভূতপ (১)+(২)	১১৩৪৪৩.৫০	১২১৭১১.৩০	+৮২৬৭.৮০ (+৭.২৯)	+৬৭৩৫.৯০ (+৬.৭৪)	+১৫০৭৪.৯০ (+১৪.১৪)	+১০৭৩৬.৭০ (+১১.২০)
(১) ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (i + ii + iii)	১২৫৫৫১.০০	১৩৭১৯৪.০০	+১১৬৪৩.০০ (+৯.২৭)	+৬১৬৫.৫০ (+৫.৬২)	+২১৩১১.৭০ (+১৮.৩৯)	+৭০০৫.০০ (+৬.৪৩)
i) সরকারি খাত (নীট)	২১৯৪৮.৮০	২১৫৭৭.১০	-৩৭১.৭০ (-১.৬৯)	-৮২৫.৪০ (-০.২৮)	+৩১২২.৮০ (+১৬.৯২)	-১৪৩০.৩০ (-৭.১৯)
ii) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত	৮৯৬৭.৭০	৯০৫৭.৮০	+৯০.১০ (+১.০০)	+৬৮৩.৩০ (+৯.০৬)	+৮৩১.০০ (+১০.১০)	+৪৯৯.২০ (+৬.৪৬)
iii) বেসরকারি খাত	৯৪৬৩৪.৫০	১০৬৫৫৯.১০	+১১৯২৪.৬০ (+১২.৬০)	+৬৩০৭.৬০ (+৭.৬১)	+১৭৩৫৭.৯০ (+১৯.৪৬)	+৭৯৩৬.১০ (+৯.৭৭)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১২১০৭.৫০	-১৫৪৮২.৭০	-৩৩৭৫.২০ (-২৭.৮৮)	+৫৭০.৪০ (+৫.৮১)	-৬২৩৬.৮০ (-৬৭.৪৫)	+৩৭৩১.৭০ (+২৮.৭৫)

নোটঃ বন্ধনীর উপাত্তসমূহ শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক। উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক।



^১ = অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাসমূহের আমানতসহ।



রিজার্ভ মুদ্রা

রিজার্ভ মুদ্রার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে সাপ্তাহিক ট্রেজারি বিল/বন্ড এর নিলাম এবং ট্রেজারি বিল/বন্ড এর নিলামকে সুসমন্বয়করণের (fine tuning) কাজে রেপো ও রিভার্স রেপো ব্যবহার করা হচ্ছে। রিজার্ভ মুদ্রা জুন ২০০৪ শেষে ২৬২৫৬.৪০ কোটি টাকা থেকে ১৮১৫.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৯১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০৫ শেষে ২৮০৭১.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৯২৪.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩.৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে সরকারি খাতে নীট পাওনা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে পাওনা হ্রাস (যথাক্রমে শতকরা ১২.২৯ ভাগ ও ১২.৩৯ ভাগ) পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি (শতকরা ১৯.৬৩ ভাগ) আলোচ্য সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের গুণক যা জুন ২০০৪ শেষে ছিল ৪.৯৪ তা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৫ শেষে ৫.০৩ এ দাঁড়ায়। এ সময়কালে মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১৪৩ এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৯১ থেকে হ্রাস পেয়ে ০.০৮৪-এ দাঁড়ায়। সারণি ৫.২-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহের তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হ'ল।

সারণি ৫.২ রিজার্ভ মুদ্রা যোগানের গতিধারা

বিবরণ	জুন ২০০৪	মার্চ ২০০৫	পরিবর্তন			
			জুলাই ০৪ - মার্চ '০৫	জুলাই ০৩ - মার্চ '০৪	এপ্রিল '০৪ - মার্চ '০৫	এপ্রিল '০৩ - মার্চ '০৪
	১	২	৪	৫	৬	৭
১। রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ+গ)	২৬২৫৬.৪০	২৮০৭১.৮০	+১৮১৫.৪০ (+৬.৯১)	+৯২৪.৩০ (+৩.৮০)	+২৮৩৪.৪০ (+১১.২৩)	+১৬৯৮.০০ (+৭.২১)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৭২৮৭.৪০	১৯১৭৪.১০	+১৮৮৬.৭০ (+১০.৯১)	+১২৮৫.৯০ (+৮.৩৮)	+২৫৪৫.৯০ (+১৫.৩১)	+১৬২৫.৫০ (+১০.৮৩)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের স্থিতি	৮৮৯২.৪০	৮৭৫১.৫০	-১৪০.৯০ (-১.৫৮)	-৩৬৮.৯০ (-৪.১২)	+১৬৩.৩০ (+১.৯০)	+৬৪.৪০ (+০.৭৬)
গ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থিতি ^২	৭৬.৬০	১৪৬.২০	+৬৯.৬০ (+৯০.৮৬)	+৭.৩০ (+৫৩.৮৮)	+১২৫.২০ (+৫৯৬.১৯)	+৮.১০ (+৬২.৭৯)
২। রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ	২৬২৫৬.৪০	২৮০৭১.৮০	+১৮১৫.৪০ (+৬.৯১)	+৯২৪.৩০ (+৩.৮০)	+২৮৩৪.৪০ (+১১.২৩)	+১৬৯৮.০০ (+৭.২১)
ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৩৯৫৯.৫০	১৬৭০০.০০	+২৭৪০.৫০ (+১৯.৬৩)	+১৫৮৪.৮০ (+১২.৮৭)	+২৮০২.৮০ (+২০.১৭)	+৪৫৯৭.৩০ (+৪৯.৪৩)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (১)+(২)	১২২৯৬.৯০	১১৩৭১.৮০	-৯২৫.১০ (-৭.৫২)	-৬৬০.৫০ (-৫.৫০)	+৩১.৬০ (+০.২৮)	-২৮৯৯.৩০ (-২০.৩৬)
(১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৮৯৪৭.২০	১৭৩৫১.৩০	-১৫৯৫.৯০ (-৮.৪২)	-৯৭৩.৭০ (-৫.৯৬)	+১৯৯৩.৯০ (+১২.৯৮)	-১৮৮০.৪০ (-১০.৯১)
(ক) সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা (নীট)	১১৮৯৭.৬০	১০৪৩৫.৮০	-১৪৬১.৮০ (-১২.২৯)	-১৩৫৭.২০ (-১৩.২৫)	+১৫৪৮.৪০ (+১৭.৪২)	-২২৩৫.৩০ (-২০.১০)
(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	১১৯১.১০	১০৪৩.৫০	-১৪৭.৬০ (-১২.৩৯)	-১৯৫.৩০ (-১৫.৮৫)	+৬.৯০ (+০.৬৭)	-২০১.৩০ (-১৬.২৬)
(গ) তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৫৮৫২.১০	৫৮১৪.৮০	-৩৭.৩০ (-০.৬৪)	+৫৮০.২০ (+১১.৯৭)	+৩৮৭.৮০ (৭.১৫)	+৫৫৭.৬০ (+১১.৪৫)
(ঘ) অন্যান্য আমানত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৬.৪০	৫৭.২০	+৫০.৮০ (+৭৯৩.৭৫)	-১.৪০ (-১৭.৯৫)	+৫০.৮০ (+৭৯৩.৭৫)	-১.৪০ (-১৭.৯৫)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৬৬৫০.৩০	-৫৯৭৯.৫০	+৬৭০.৮০ (+১০.০৯)	+৩১৩.২০ (+৭.২৩)	-১৯৬২.৩০ (-৪৮.৮৫)	-১০১৭.৯০ (-৩৩.৯৮)

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট: বন্ধনীর উপাত্তসমূহ শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক।

^২ = অন্যান্য সরকারি সংস্থার আমানতসহ।

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

সরকার আগামের উপর সুদের হার (interest on advances) যুক্তিসংগত পর্যায়ে নির্ধারণ করার মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ সঞ্চালন বৃদ্ধি করে দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করছে।

আমানত সুদের হার হ্রাস করার ফলে ঋণের বিপরীতে সুদের হারও হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। যেখানে ২০০১ সালের মার্চ মাসে সোনালী ব্যাংকের কৃষি ঋণের উপর সুদের হার ছিল ১২.৫০-১৩ শতাংশ; ২০০৫ সালের মার্চ মাসে তা ৮-৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিকেবি (Bangladesh Krishi Bank, BKB) এবং রাকাবের (Rajshahi Krishi Unnayan Bank, RAKUB) কৃষি ঋণের উপর সুদের হার ২০০১ সালের মার্চ মাসে ছিল যথাক্রমে ১২-১৪ শতাংশ এবং ১৪ শতাংশ; ২০০৫ সালের মার্চ মাসে তা ৮ শতাংশে দাঁড়ায়। বিকেবি এবং রাকাব কৃষি ঋণের উপর সুদের হার বাংলা নববর্ষ, ১৪১১ থেকে ৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। অন্যদিকে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর রপ্তানি সহায়ক ঋণের উপর সুদের হার ২০০১ সালের মার্চ মাসের ১০ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং এ হার বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো সুদের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৫.৩ ও ৫.৪ -এ ২০০১ ও ২০০৫ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের উপর সুদের হারের তুলনামূলক পরিবর্তন উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ৫.৩ প্রকৃতিভেদে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসমূহের আমানতের/ ঋণের সুদের হার*

(শতকরা হার)								
আমানতের/ ঋণের প্রকৃতি	সোনালী ব্যাংক		জনতা ব্যাংক		অগ্রণী ব্যাংক		রূপালী ব্যাংক	
	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫
আমানতের উপর সুদ হার								
সঞ্চয়ী আমানত	৭	৩.৫	৭.৫	৩.৫	৭.৫	৩.৫	৭.৭৫	৩.৭৫
স্থায়ী আমানত সুদ								
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.২৫	৫.২৫	৮.৫	৫.২৫	৮	৫.২৫	৮.৭৫	৫.৫
১ বৎসর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বৎসরের কম	৮.৭৫	৬	৯	৬	৮.৭৫	৬	৯.২৫	৬.২৫
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার								
কৃষি ঋণ	১২.৫-১৩	৮-৯	১১-১৪.৫	৮-১০	১৩.৫	৮	১৩	৯
বৃহৎ ও মাঝারি ঋণ	১০	১১	১৩	৯-১১	১৩	৯-১১	১৩.৫	১১.২৫
চলতি মূলধন	১৪	১১	১৪.৫	১০-১১	১৫.৫	১১	১৪.৫	১১.৫
রপ্তানি ঋণ	১০	৭	৯	৭	১০	৭	১০	৭
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৬	১২	১৫	১২.৫	১৬	১২	১৫-১৮	১২-১২.৫
ক্ষুদ্র শিল্প	১৩	১০	১১.৫	১০	১১.৫	১০.৫	১১	১০-১০.৫
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২-১৮	১০-১৫	১২-১৫	১২.৫	১১-১৬	১৩	১৫-১৮	১০-১২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * মার্চ ২০০১ ও মার্চ ২০০৫

সারণি ৫.৪ প্রকৃতিভেদে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আমানতের/ ঋণের সুদের হার*

(শতকরা হার)

আমানতের/ ঋণের প্রকৃতি	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক		রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা		বেসিক ব্যাংক	
	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫	২০০১	২০০৫
সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদ	৮	৩.৫	৭.৭৫	৩.৫	৮	৪	৭.৭৫	৪.৫	৭.৫	৫
স্থায়ী আমানতের উপর সুদ										
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিস্তি ৬ মাসের কম	৮.৫	৫.৫	৮.৫	৫.২৫	৮.৫	৬	৮.৫	৬.২৫	৮.৫	৫.৭৫
১ বৎসর এবং তদুর্ধ্ব কিস্তি ২ বৎসরের কম	৯	৬.২৫	৯	৬	৯	৬.৫	৯	৭	৯	৬.২৫
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার										
কৃষি ঋণ	১২-১৪	৮	-	১০	১৪	৮	-	-	১৩	৯
বৃহৎ ও মাঝারি ঋণ	৯.৫-১৫	৯	১৩.৫	৯-১১	১৩-১৬	১০	১৩.৫	৯-১১	১২-১৩	৯.৫-১১
চলতি মূলধন	১৪	৯	১৫.৫-১৬	১০-১১	১৪.৫	১০-১২	১৫	১২	১৫	১১
রপ্তানি ঋণ	১০	৭	১০	৭	১০	৭	১০	৭	১০	৭
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.৫	১১	১৬	১২-১২.৫	১৫	১৪	১৫.৫-১৬	১২	১৬	১২
ক্ষুদ্র শিল্প	১২-১৩.৫	৯	১১.৫	৯-১১	১০-১৫	১০	১১.৫	১০	-	১০
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১০-১৬	১০-১১	১৪.৫-১৮	১০-১৪.৫	১১-১৮	১১-১২	১৫-১৬	১০	১৪.৫-১৫	১২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * মার্চ ২০০১ ও মার্চ ২০০৫।

বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

৩১শে মে ২০০৩ তারিখ থেকে বাংলাদেশে বাজার ভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা (floating exchange rate regime) প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত না থেকে শুধুমাত্র বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বা রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য বাজার দরে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনে বাজারে অংশ গ্রহণ করে। ভাসমান বিনিময় হার প্রবর্তনের পর বিনিময় হার আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মহল আশংকা প্রকাশ করেছিল। সরকারের আর্থিক খাত, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের দেশে প্রেরিত অর্থ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সফল ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার ফলে এ আশংকা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। রিজার্ভ পরিস্থিতি ও মুদ্রার বিনিময় হার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সমীক্ষার ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বৈধ পন্থায় দেশে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ যেমন, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপন ও দেশের অভ্যন্তরে প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স) দ্রুত প্রাপকের বরাবরে হস্তান্তর এবং মানিলভারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় অবৈধ ছদ্ম কার্যক্রম প্রতিরোধ ইত্যাদি রেমিটেন্সের আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত যার মধ্যে রয়েছে ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১০টি বিদেশি মালিকানাধীন ব্যাণিজ্যিক ব্যাংক, ৫টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ২৮টি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে আর্থিক বাজারকে সচল রাখতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুখ্য ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো তাদের সংগৃহীত আমানতকে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে রূপান্তর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অতি দ্রুতহারে আর্থিক মধ্যসত্তায়নের (intermediation) ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আর্থিক বাজার উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা সমুন্নত রাখতে সরকার কর্তৃক ব্যাংকিং খাতে সমন্বয়যোগ্য প্রয়োজনীয়

সংস্কার কর্মসূচি, ব্যাংক শাখার বিস্তার ও তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালা অনুসরণ, মূলধন পর্যাণ্ডতা, সম্পদের গুণগত মান নির্ণয় এবং আকর্ষণীয় মুনাফা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৯টি তফসিলি ব্যাংক ৬৩০৮টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩০টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১০টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত আছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৩৮৮টি, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ১৫৫২টি, বিদেশি ব্যাংকের শাখা ৩৮টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১৩৩০টি। এছাড়াও তফসিলভুক্ত নয় এমন ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহের ৩৭২৫ টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা সুশমকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের আওতায় মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের মোট ৮৯টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে এবং ১১টি বিদ্যমান শাখা বন্ধ করা হয়েছে। ২০০৫-এর মার্চ পর্যন্ত শেষে ব্যাংকের ধরন অনুসারে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো নিম্নের সারণি ৫.৫ - এ উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণি ৫.৫ মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ**
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব	৪	৩৩৮৮	৪২.৭৭	৪০.১৩
বিশেষায়িত	৫	১৩৩০	৭.৩৭	৫.৮২
বেসরকারি	৩০	১৫৫২	৪১.০৯	৪৫.৮৯
বিদেশি	১০	৩৮	৮.৭৭	৭.২৪
মোট	৪৯	৬৩০৮	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

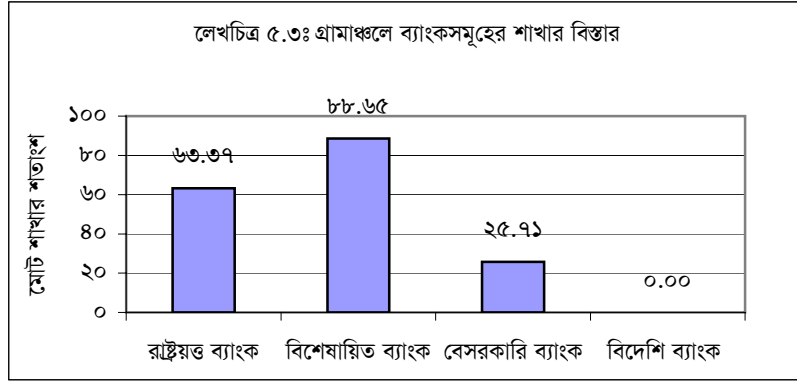
* ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত। ** আন্তঃব্যাংক, সরকারি ও সংরক্ষিত আমানত বাদে।

মূলধন পর্যাণ্ডতা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যয়-আয় অনুপাত প্রভৃতি বিচারে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থানে থাকলেও শাখার বিস্তার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসমূহে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে সাধারণ জনগণের অধিকতর প্রবেশগম্যতা (access) রয়েছে। বিদেশি ব্যাংকসমূহের কোন শাখা গ্রামাঞ্চলে নেই। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট শাখার মধ্যে মাত্র ২৫.৭১ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে সরকারি ব্যাংকসমূহের মোট শাখার প্রায় ৬৩.৩৭ শতাংশ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট শাখার প্রায় ৮৮.৬৫ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। সারণি ৫.৬ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহের শাখার বিস্তার দেখানো হ'ল।

সারণি ৫.৬ ব্যাংকসমূহের শাখার বিস্তার (মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট শাখার সংখ্যার শতাংশ		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব	৪	১২৪১	২১৪৭	৩৩৮৮	৩৬.৬৩	৬৩.৩৭	১০০
বিশেষায়িত	৫	১৫১	১১৭৯	১৩৩০	১১.৩৫	৮৮.৬৫	১০০
বেসরকারি	৩০	১১৫৩	৩৯৯	১৫৫২	৭৪.২৯	২৫.৭১	১০০
বিদেশি	১০	৩৮	০	৩৮	১০০.০০	০.০০	১০০
মোট	৪৯	২৫৮৩	৩৭২৫	৬৩০৮	৪০.৯৫	৫৯.০৫	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।



ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংক বহির্ভূত কতিপয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non Bank Financial Institutions) দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর'০৪ পর্যন্ত দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৮টি এবং ৩১ ডিসেম্বর'০৪ পর্যন্ত এদের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ এবং বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১.৯৭ বিলিয়ন টাকা ও ৪৮.৪৯ বিলিয়ন টাকা। ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি এর আদায় জোরদারকরণের মাধ্যমে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০০০ হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ন্যায় ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রতিশনিং এর নিয়ম চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীকৃত ঋণের হার দাঁড়ায় শতকরা ৬.৭৩ ভাগ এবং নীট স্থগিত সুদ ও রক্ষিত প্রভিশন বাদে শ্রেণীকৃত ঋণের হার দাঁড়ায় শতকরা ০.৯০ ভাগ।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়ন

কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষিখাতের এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কৃষিসহ পল্লী অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত ঋণযোগান বজায় রাখার জন্য ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিআরডিবি এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ৫৫৩৭.৯১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ২৬.৪৬ শতাংশ বেশী। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪০৪৮.৪১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসের (জুলাই'০৪-এপ্রিল'০৫) সাময়িক হিসেবে ৪২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের বিতরণের চেয়ে প্রায় ৪৭ শতাংশ বেশী।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সরকার বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারেও উৎসাহ প্রদান করে আসছে। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। গত অর্থবছরে (২০০৩-০৪) শিল্পঋণ (চলতি মূলধন ও মেয়াদি ঋণ) বিতরণের পরিমাণ ২৫৩৭.০৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই, ২০০৪ থেকে মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত) এখাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪২৫৮.২৪ কোটি টাকা। এসময়ে (জুলাই, ২০০৪ থেকে মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত) শিল্পখাতে মেয়াদি ঋণের বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮৯১.৩০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বিতরণকৃত মেয়াদি ঋণের তুলনায় ৪২.৫২ শতাংশ বেশী। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন

খাতে সীমিত পরিসরে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। কৃষি, শিল্প ও ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাক্রমে সমীক্ষার সপ্তম, অষ্টম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ

আইনগত সংস্কার

২০০২-০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার (সংশোধন) ২০০৩, ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকস্ (জাতীয়করণ) অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ জারীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সংশোধন করে ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও ভোক্তাস্বার্থ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকস (জাতীয়করণ) অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যাংক কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি প্রবর্তন এবং সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সকল সংস্কারের ফলে অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত আরো শক্তিশালী ও গতিশীল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে “অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩” কার্যকর করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত “খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির” সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এই আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকসমূহকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই আইন কার্যকর হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত অর্থ ঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ৯১,৪৯১টি এবং দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ২০,০৬৪.১১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে মীমাংসাকৃত মামলা ৪২,৪১৭টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩,২৪৬.৬৩ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের লোকসানি শাখাসমূহ পর্যায়ক্রমে যৌক্তিকীকরণ ও একীভূত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহের ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাতও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক -এর সংস্কার

সুষ্ঠু মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির যথাযথ তত্ত্বাবধানে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং রীতিনীতি প্রবর্তন ও ব্যাপকভিত্তিক কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়ায় অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে একটি কার্যকর, দক্ষ ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে “কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ (Central Bank Strengthening)” শীর্ষক একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে সংস্কার

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কার্য সম্পাদনের মানন্বোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ :

- ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে সমঝোতা-স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ব্যাংকসমূহের সম্পদের গুণগত মান যথাযথভাবে যাচাই করতে আন্তর্জাতিক অধিভুক্তি রয়েছে এমন ৪টি স্থানীয় অডিট ফার্মকে নিয়োগদান যারা ইতোমধ্যে তাদের নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছে;

- রূপালী ব্যাংক-কে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে একজন আর্থিক পরামর্শক (Financial Advisor) নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- অগ্রণী ব্যাংকে প্রধান নির্বাহীসহ একটি ব্যবস্থাপনা দল (Management Team)- কে নিয়োগদান;
- সোনালী ব্যাংকে একটি ব্যবস্থাপনা সহায়ক দল (Management Support Team)-কে নিয়োগদান এবং
- জনতা ব্যাংকে একটি ব্যবস্থাপনা সহায়ক দল (Management Support Team)-কে নিয়োগদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে গৃহীত এরূপ কতিপয় কর্মসূচি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

- ঋণ-শৃংখলা জোরদারকরণ এবং ঋণ শ্রেণীবিভ্যাসকরণ (Classification) ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিয়ে আসার জন্য চলমান ঋণ (continuous credit), তলবী ঋণ (demand loan) এবং মেয়াদি ঋণসমূহের (term loan) মধ্যে যেসব ঋণ ৯০ দিন বা এর অধিক সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ থাকবে তা Special Mention Account-এ এবং উক্ত ঋণের উপর অনাদায়ী সুদ (Interest accrued) আয় হিসাবের (Income Account) পরিবর্তে স্থগিত সুদ আয় হিসাবে (Interest Suspense Account) রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঋণ অবলোপন (write off) সংক্রান্ত নির্দেশনার সহজীকরণ;
- ব্যাংকসমূহকে আমানতের উপর প্রদেয় সুদ Accrual ভিত্তিতে হিসাবায়নকরত এর বিপরীতে যথাযথ সংস্থান (provision) সংরক্ষণপূর্বক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে সম্প্রতি স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে “অভিযোগ সেল” গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত নীতিমালা সহজীকরণের লক্ষ্যে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে ঋণ অবলোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- সুদবাহী আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি সুদবিহীন, মুনাফাভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০০৪ থেকে শরীয়াহ সম্মত মুনাফাভিত্তিক “বাংলাদেশ সরকার ইসলামী বিনিয়োগ বন্ড” (Bangladesh Government Islamic Investment Bond-BGIIB) প্রবর্তন। নতুন এ ইসলামিক বন্ড একদিকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত তারল্যের লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের একটি নতুন উৎস হিসেবে কাজ করছে;
- তফসিলী ব্যাংকসমূহের সুদের হার (আমানত ও ঋণ) নিম্নমুখী সমন্বয়করণ নীতির ধারাবাহিকতায় আলোচ্য বছরেও জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহের সুদের হার ও বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা পুনঃনির্ধারণ এবং আলোচ্য এ নীতির পরিপূরক হিসেবে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবীদের (যাদের চাকুরী কমপক্ষে ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে অথবা অবসর গ্রহণকারী যাদের বয়স ন্যূনতম ৫৫ বছর পূর্ণ হয়েছে) জন্য ‘পেনশনার সঞ্চয় স্কীম’ নামে বিশেষ সঞ্চয় স্কীম প্রবর্তন;
- ভোক্তা ও ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটে অর্থায়নের ব্যাপারে তফসিলী ব্যাংকসমূহকে সুবিবেচনাপ্রসূত দিক-নির্দেশনা (Prudential Guidelines for Consumer Financing and Small Enterprise Financing) প্রদান;
- মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে ও ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত জমার ব্যবহার সীমিতকরণের লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণের হার (CRR) তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ন্যূনতম শতকরা ৪(চার) ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.৫০ (সাড়ে চার) ভাগে পুনঃনির্ধারণ, যা ১ মার্চ ২০০৫ হতে কার্যকর হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এ হার শতকরা ২.৫০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকলেও ১ ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে দৈনিক

শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে নগদ জমা (CRR) সংরক্ষণ করবে, এবং কোন দিনই এ সংরক্ষণের পরিমাণ শতকরা ২.০০ ভাগ এর কম হবে না;

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কলমানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের পদক্ষেপ হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক কলমানি মার্কেট হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তাদের মোট নীট সম্পদের সর্বোচ্চ শতকরা ১৫ ভাগ-এ নির্ধারণ যা ১ জুলাই ২০০৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে, যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইতোমধ্যে গ্রহীত কলমানির পরিমাণ তাদের মোট নীট সম্পদের শতকরা ১৫ ভাগ এর অধিক রয়েছে তাদের এ হার ৩০ জুন ২০০৫ এর মধ্যে মোট নীট সম্পদের শতকরা ১৫ ভাগ এ নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

পুঁজিবাজার (Capital Market)

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি স্বীকৃত মাপকাঠি হলো সেদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নের মাত্রা। বিভিন্ন দেশে বেসরকারি খাত উন্নয়নের অর্থায়নে পুঁজিবাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে বেসরকারি খাত উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া হলেও পুঁজিবাজার এখনও একটি দক্ষ এবং সুষ্ঠু বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদান অত্যন্ত সীমিত।

১৯৯৩ সনের ৮ই জুন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ জারির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC বা এসইসি) গঠন করা হয়। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে : সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ; সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ; পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সিকিউরিটি বাজারের নিয়ন্ত্রণ। এ লক্ষ্যসমূহ এবং বিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনে কমিশন বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে জাতীয় আয়ের আকার এবং উন্নয়নমুখী বিনিয়োগের প্রয়োজনের তুলনায় এখনও বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। ডিএসই এবং সিএসই আইনগতভাবে স্ব-শাসিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচুয়াল ফাণ্ড ও ডিবেঞ্চরসহ) ২০০৪ সালের জুন মাসের ২৫৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালের মার্চ মাসে ২৭৪ টিতে দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৫ শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চরের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২৮৯.০৯ কোটি টাকা, যা জুন ২০০৪ এর ৪৯৫৩.২০ কোটি টাকার তুলনায় ২৬.৯৭ শতাংশ বেশি।

সারণি ৫.৭ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণি

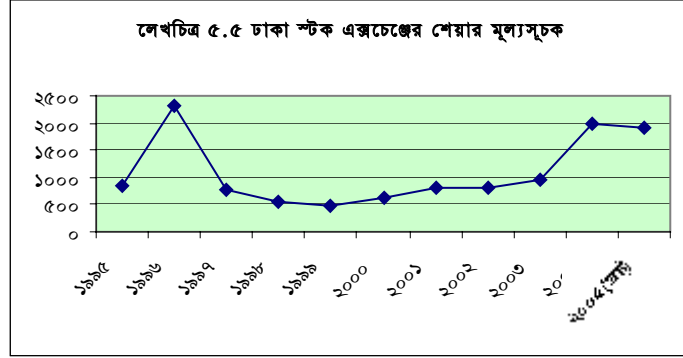
পঞ্জিকা বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চর (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ণওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপি)	সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক*
১৯৯৫	২০১	২৪	১৯৮৩.৯৮	৫৬৫১.৮১	৬৩৮.০০	৮৩৫.০০
১৯৯৬	২০৫	২৪	২৩০৫.২৪	১৬৮১০.৬২	৩০১৩.৩০	২৩০০.১৫
১৯৯৭	২২২	১২	২৮২০.৭৮	৭১৩০.১৬	১৭৪০.৩৪	৭৫৬.৭৮
১৯৯৮	২২৮	৬	২৮৬২.৫৭	৫০২৫.৪০	৩৪৩৬.৮৪	৫৪০.২২
১৯৯৯	২৩২	১১	২৮৭৭.৪৬	৪৪৭৮.১২	৩৮৯৬.৪৪	৪৮৭.৭৭
২০০০	২৪১	৭	৩১১৯.২০	৬২৯২.৪০	৪০৩৬.৪৮	৬৪২.৬৮
২০০১	২৪৯	১১	৩৩৪৫.৪৩	৬৫২২.২৮	৩৯৮৬.৯৩	৮১৭.৭৯
২০০২	২৬০	৮	৩৫২০.৩০	৭১২৬.২০	৩৪৯৮.৪৯	৮২২.৩৪
২০০৩	২৬৭	১৪	৪৬০৫.৫০	৯৭৫৮.৭০	১৯১৫.২১	৯৬৭.৮৮
২০০৪	২৬৭	২	৪৯৫৩.২০	২২৪৯২.৩০	৫৩১৮.১১	১৯৭১.৩১
২০০৫						
জানুয়ারি	২৫৭	১	৪৯৬৩.২০	২২০৯০.০০	৪৮৬.১৯	১৮৪৩.৯৫
ফেব্রুয়ারি	২৫৭	-	৪৯৬৩.৭০	২১৯০১.০০	৪১৮.৩৪	১৮৩৫.৬২
মার্চ	২৭৪	১৭	৬২৮৯.০৯	২৩৫২৭.৩৩	১১১৬.৮৯	১৯১৯.২৫

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

* ২৪শে নভেম্বর, ২০০১ তারিখ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ভারিত গড় (weighted average) পদ্ধতিতে গণনা করা হচ্ছে। পূর্বে ডিএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০।

* ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং হতে ভারত গড় সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-ফপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে।

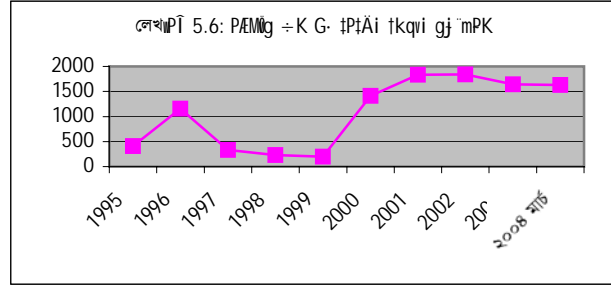
মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৩৫২৭.৩৩ কোটি টাকা, যা জুন ২০০৪ শেষে ২২৪৯২.৩০ কোটি টাকার তুলনায় ৪.৬ শতাংশ বেশি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক ২০০৪ সালের জুন শেষে ১৯৭১.৩১ ছিল যা মার্চ ২০০৫ - এ ১৯১৯.২৫ তে দাঁড়ায়।



চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০০৪ মাসের ১৯৯ থেকে একটি হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০০৫ এ ১৯৮ টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০০৪ এর শেষে ৪৬৯৭.৮৭ কোটি থেকে শতকরা ২.১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালের মার্চ শেষে ৪৭৯৭.৮৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ জুন ২০০৪ এর ২১৫০১.০৮ কোটি টাকা থেকে ১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৫ এ দাঁড়ায় মোট ২১৭৮০.১৫ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক মার্চ ২০০৫ শেষে ৩৬১৯.৯০ এ দাঁড়ায় যা জুন ২০০৪ শেষে ৩৫৯৭.৭০ ছিল।



সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণি

পঞ্জিকা বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ণওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপী)	সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক*
১৯৯৫	৬১		১০৩৬.৮০	২৪১৩.৯০	১.৯৭	৪০৯.৪৩
১৯৯৬	১১৭	১৬	১৮৭২.৬০	১৪৭০৪.৩০	৬০৮.৯০	১১৫৭.৯০
১৯৯৭	১৪১	১৯	২২৭৬.১৪	৫৫৮৩.২৩	৮৫৪.৫১	৩৩২.৯৮
১৯৯৮	১৫০	৬	২৪১৮.০৩	৪১৩৮.২৫	১৪০৩.৬০	২৩২.৮০
১৯৯৯	১৫৯	৯	২৫০৮.০৯	৩৬৫৪.২৪	১১৫৩.৭৯	১৯৭.৮৩
২০০০	১৬৫	৩	২৭২৬.৬০	৫৭৭৬.৫৫	১২৯৩.৩৮	১৪১২.২৫
২০০১	১৭৭	৯	২৯৬৫.২৭	৫৬৩৬.৩৫	১৪৭৯.৬২	১৮৩৬.৮৭
২০০২	১৮৫	৯	৩১০৭.৯৯	৬০৪৬.৭৭	১৩৫৮.৬১	১৮৪১.১৪
২০০৩	১৯৫	১০	৪১৯৬.৭৬	৮৫৩১.২৩	৬৬৮.৮৬	১৬৪২.৭৮
২০০৪	১৯৫	৩	৪৬৯৭.৮৭	২১৫০১.০৮	১৭৫৫.১৩	৩৫৯৭.৭০
২০০৫						
জানুয়ারি	১৯৯		৪৬৯৭.৮৭	১৯৮৮৬.৯৬	৯৫.১৩	৩৩৭৮.৬৬
ফেব্রুয়ারি	১৯৮		৪৭১৮.০৭	২০১৯২.৪০	৮৭.৩৮	৩৩৪৫.২৯
মার্চ	১৯৮		৪৭৯৭.৮৬	২১৭৮০.১৫	২০৯.৪২	৩৬১৯.৯০

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

২৪শে নভেম্বর, ২০০১ ইং তারিখ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ভারিত গড় পদ্ধতিতে গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি হল ১০০০। পূর্বে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০।

* ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং হতে ভারিত গড় সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সমস্যা ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপসমূহের পরিপূরক হিসেবে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মূলত মূলধন বাজারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা সুনিশ্চিত করার নিমিত্ত এ সকল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়।

আইনী দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষ্যে সরকারের নিকট কমিশনের পেশকৃত প্রস্তাবসমূহ, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ, শেয়ার কেলেংকারি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন, সেশন জজ-এর পরিবর্তে সিকিউরিটিজ আইনের মামলা সরাসরি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত করা এবং কমিশনের বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনাধীন আছে।

UNDP এবং ADB এর কারিগরি সহায়তায় এসইসি এর যুগপৎ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় এসইসিতে উপযুক্ত জনবল নিয়োগ এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনগত কাঠামো সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ

একটি দক্ষ এবং সুষ্ঠু বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জের নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থসংরক্ষণ এবং পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যে সকল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

স্টক-ব্রোকারদের ক্রেডিট সুবিধা প্রদান স্থগিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সদস্যদের ট্রেড মার্জিন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত : পুঁজিবাজারে অতিরিক্ত তারল্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্টক-ব্রোকার কর্তৃক গ্রাহকদের ক্রেডিট সুবিধা প্রদান স্থগিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সদস্যদের ট্রেড মার্জিন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

আইপিও ফ্লোটেশন কষ্ট হ্রাসের সিদ্ধান্ত (IPO floatation cost): পুঁজি বাজারে অধিক সংখ্যক কোম্পানিকে আইপিও এর মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলনে উৎসাহীতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইপিও ফ্লোটেশন খরচ প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বেনিফিসিয়ারীজ ওনার্স একাউন্ট (BO Account) বাধ্যতামূলক : পুঁজিবাজারে প্রাইমারী শেয়ারের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে বেনিফিসিয়ারী ওনার্স একাউন্ট (BO Account) খোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মিউচুয়াল ফান্ড এর নিবন্ধন সনদ ইস্যু : আলোচ্য সময়ে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ অনুযায়ী নিম্নোক্ত দুটি মিউচুয়াল ফান্ড এর নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে :

ক) ২৪ আগস্ট ২০০৪ তারিখে ‘আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড’ -যা একটি মেয়াদি (close-end) মিউচুয়াল ফান্ড ; এবং

খ) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে ‘আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার ইউনিট ফান্ড’-যা একটি বে-মেয়াদি (open-end) মিউচুয়াল ফান্ড।

আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার ইউনিট ফান্ড এর প্রসপেক্টাস অনুমোদন : কমিশন সেপ্টেম্বর ৯, ২০০৪ তারিখে আইসিবি এর ৭ কোটি টাকার আইসিবি এএমসিএল

ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৪ তারিখে ৯ কোটি টাকার আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার ইউনিট ফান্ড এর প্রসপেক্টাস অনুমোদন দিয়েছে।

আইপিও (IPO) বিভাগের নাম পরিবর্তন : সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ইহার আইপিও বিভাগের নাম পরিবর্তন করে ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ করেছে। বর্তমানে রাইট ইস্যু এবং পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পুঁজি উত্তোলনের সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কাজও এ বিভাগ হতে সম্পাদিত হওয়ায় বিভাগটির নাম ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ করা হয়েছে।

পুঁজিবাজারে নতুন বিনিয়োগ : জুলাই ২০০৪ হতে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে পাঁচটি কোম্পানির আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৩৩.৩৬ কোটি টাকা।

স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ : সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশনস, সার্ভাইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম, সিকিউরিটিজ লেনদেনের ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠান : সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখ থেকে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে কমিশন কার্যালয়ে প্রতি মাসে দু'টি করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশন, সার্ভাইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছে।

OTC (Over-The-Counter Market) স্থাপন : সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন জুলাই ২০০৪ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে Over The Counter মার্কেট উদ্বোধন করা হয়। দেশের পুঁজিবাজারে OTC মার্কেট বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।